২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

(১) জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে ৬,৮৪,৫৩৭ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১,২৪,৯০২ জন।

(২) প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

(৩) ৬২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,৩৫,৮৩৬ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ১,০৫,৫১৯ জন।

(৪) বিভিন্ন মাধ্যম হতে রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে এবং **‘প্রবাসী নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে’** যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তার ৬৫% অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে।

(৫) **বিদেশ** গমনেচ্ছু কর্মীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রবাসী কর্মীগণ কর্তৃক বৈধ উপায়ে রেমিটেন্সের অর্থ দেশে প্রেরণ, মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর তৎপরতা/প্রতারণা রোধ, বৈধ উপায়ে বিদেশ গমন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশ ব্যাপি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্যাটেলাইট ও কেবল টিভি চ্যানেল, স্থানীয় রেডিও’র মাধ্যমে ২৫টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৩৮,০০০ অভিবাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা, ৫৫০০০ লিফলেট, পোষ্টার, ব্রসিউর, ফেষ্টুন ইত্যাদি বিতরন করা হয়েছে। সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত মেলায় এবং সদর দপ্তরে অভিবাসী দিবস এবং ডিজিটাল মেলায় জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুকলেট্, পোষ্টার,কমিক বুক, ইত্যাদি বিতরণ,ভিডিও ক্লিপ প্রর্দশন এবং পটের গানের আয়োজন করা হয়।

(৬) ই-লার্নিং এর মাধ্যমে বিকে-টিটিসি, মিরপুর ঢাকা হতে বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করায় মহিলা কর্মীগণ ঘরে বসেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য টিটিসিসমূহকর্তৃক ই-লার্নিং পদ্ধতি চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

(৭)মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য বিকে-টিটিসি, চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে সদর দপ্তরে বসেই ই-লার্নিং প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

(৮)বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হটলাইন টেলিফোন চালু করা হয়েছে।

(৯) বিএমইটি সদর দপ্তরে অভিযোগ বক্স স্থাপনের মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা চালু করে সেবার মান উন্নয়ন করা হয়।

(১০) প্রতিবেদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বোয়েসেল সর্বাধিক (১০,২৩৮ জন) কর্মী জর্ডান, কোরিয়া, বাইরাইন, ওমান ও মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করছে।

(১১) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী ক্যাটাগরিতে গত ২৮.১২.২০১৫ইং তরিখে ১০ জন প্রবাসীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচনপূর্বক সিআইপি কার্ড (পরিচয় পত্র) প্রদান করা হয়েছে।

(১২) মালয়েশিয়ায় জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৩) সৌদি আরবে গৃহ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ সালে সৌদি আরব ও বাংলাদেশেরমধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ২০১৫ সালের জুলাই হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৬০ হাজার ৮৫৫ জন নারী কর্মী সৌদি আরব গমন করে। সরকারের সফল শ্রম কুটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের নিকট আত্মীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে।

(১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতি সম্প্রতি (৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তারিখে) একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলসহ সৌদি আরব সফর করেছেন। সৌদি বাদশার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশথেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতেকর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।

(১৫) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারী, ২০১৬ মাসে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। নীতিমালার আলোকে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতি এবং এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতি।

(১৬) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টি জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫টি টিটিসির এবং ৫টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুরে ২টি আইএমটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৭) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে ১টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২০ টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১৮)এ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যারা অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১২টি অভিযান পরিচালনা করে এবং ২টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর আওতায় মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে জরিমানা দন্ডে দন্ডিত করে।

(১৯) বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ নিজেরাই নিজেদের ভিসা যেন অনলাইনে যাচাই করতে পারে সে লক্ষ্যে বিএমএটির ওয়েবসাইটে অনলাইন ভিসা চেকিং পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিসা চেকিং এর সময় এ সেবা গ্রহণকারীগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদিও পেয়ে থাকে।

(২০) International Manpower Development Organization (IM Japan) এর সাথে ১৭/০৮/১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জাপানে বাংলাদেশী Technical Intern প্রেরণ সম্পর্কিত বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী Technical Intern গণ জাপানের বিভিন্ন কোম্পানীতে ২ বছর Apprentice হিসেবে কাজ করার পর ১ বছর চাকুরী করার সুযোগ পেয়ে থাকে যারা উক্ত সময় শেষে দেশে ফিরে আসে। এ প্রোগ্রামের আওতায় টেকনোলজি ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ কর্মী তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে যারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

(২১) UK based আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক ILO এর Decent Work প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০ জন প্রশিক্ষকের জন্য Training of Trainers(ToT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৬/০৮/২০১৫ হতে ১৩/০৯/২০১৫ মেয়াদে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২২) KOICA (Korea International Cooperation Agency) এর অর্থায়নে ঢাকা এবং চট্রগ্রামে ২টি টিটিসি অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ উন্নয়ন করা হয়েছে।

(২৩) আইডিবি (ইসলামিক ডেভলাপমেন্ট ব্যাংক) এর অর্থায়নে ঢাকার মিরপুরে বিকেটিটিসির (বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার) নিজস্ব জমিতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে Loan Aggrement মে, ২০১৬ তে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৪) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা মান অর্জনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ২টি টিটিসিতে NTVQF(National Technical and Vocational Qualification Framework) চালু হয়েছে।

(২৫) BTEB (Bangladesh Technical Education Board) কর্তৃক ১২ টি ট্রেডের জন্য প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী বিএমইটির আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

(২৬) যে সকল দক্ষ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদ নেই অথচ দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করছে অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞান আছে তাদেরকে অতি সম্প্রতি গৃহীত RPL (Recognition of Prior Learning) এর আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরীক্ষা নিয়ে ২০১৫ সনে মোট ২৯৯৪ জনকে সনদ দেয়া হয়েছে। এতে তাদের বেতন ও মর্যাদা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২৭) মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয় ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software -এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকুলে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়।

(২৮) চাকুরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী ৪৭ হাজার ৬১৫ জন কর্মীকে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক -বর্হিগমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

(২৯) বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার বিদেশগামী কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৩০) ওয়েজ আর্নারস কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছে। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি চার ক্যাটাগরিতে জিপিএ -৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি দেওয়া হয়।ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৯০৫ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৮০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(৩১) প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ৩ হাজার ৩৬৫ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে।

(৩২) বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৩৩) প্রবাসে মৃত্যু বরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা করে ২ হাজার ৮১৪ জন কর্মীর পরিবারকে ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৩৪) বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী/বৈধভবে কর্মরত মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩ লক্ষ টাকা করে ৫ হাজার ৮৬৮ জন কর্মীর পরিবারকে ১৬৫ কোটি ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩৭ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৩৫) প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা /অন্য কোন ব্যক্তি /প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ ১,১৩৯ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ৬৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭৩ টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

(৩৬) প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/পঙ্গু/অসুস্থ ২৪ জন কর্মীকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৩৭) বিদেশে বিভিন্ন কারণে গুরুতর অসুস্থ ২২ জন কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে দেশে ফেরত এনে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

(৩৮) প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের দোরগোড়ায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কল সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৩৯) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৪৭৭ জন কর্মী দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করেছেন।

(৪০) বর্তমান সরকার মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে সরকারি খরচে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকারের এ লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বোয়েসেল দক্ষ মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭৭৫২ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মী চাকুরী নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান গমন করেছেন।

(৪১) বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সকল তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণের জন্য এসএমএস গেটওয়ে স্থাপন করা হয়ছে।

(৪২) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যাংক কর্তৃক ৭,৭৪৭ জন বিদেশগামী ব্যক্তিকে অভিবাসন ঋণ বাবদ ৭৮.৫৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং উক্ত খাতে ৪৪.১৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়।

(৪৩) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যাংক কর্তৃক বিদেশ ফেরত ১১ জন ব্যক্তিকে পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ০.২৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং উক্ত খাতে ০.৭৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়।

(৪৪) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নতুন ০৫ (পাঁচ) টি শাখা খোলাসহ ব্যাংক এর মোট শাখার সংখ্যা ৫৪টি দাঁড়িয়েছে।

ترحب الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
بمعالي وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنغلاديشي
الاربعاء ١٩ ربيع أول ١٤٣٧ هـ الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥م
Riyadh Chamber of Commerce and Industry Welcomes
Honrable Minister for Expatriates Welfare and
Overseas Employment Of Bangladesh
Wednesday 30th , Dec. 2015
H.E. Mr. Nurul Isalm

চিত্রঃ সৌদি আরবের বিভিন্ন সেবাখাতে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ বিষয়ে রিয়াদস্থ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টিস এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৫
সেমিনার
Sustainable Development and International Migration
Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment